21 APR 2016

যুগান্তর

বেদখলে ৪৮ সরকারি প্রাইমারি স্কুলের জমি-ভবন

মুসতাক আহমদ

বছরের পর বছর বেদখলে আছে রাজধানীর ৪৮টি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের জমি ও ভবনের একাংশ। এসব জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে কমিউনিটি সেন্টার, গ্যারেজ, দোকান ও ক্লাবঘর, বস্তি, কাঁচাবাজার ও ঈদগাহ। কোনো কোনো স্থানে রয়েছে ওয়াসার পাম্প। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য অবৈধভাবে ভাড়া দেয়া হয় কোনো কোনো স্কুল ভবন। এসব দখলদারিত্বের পেছনে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও স্কুলের সংশ্লিষ্টরা জড়িত।

দেড় বছর আগে সংসদীয় কমিটি অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার সুপারিশ করে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে এ ব্যাপারে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষের। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে স্কুলগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কোথাও কোথাও বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। সংশ্লিষ্ট সূত্র ও যুগান্তরের নিজস্ব অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে উল্লিখিত সব তথ্য।

- সংসদীয় কমিটির সুপারিশ উপেক্ষিত
- প্রভাবশালীদের দখলে ২৩ স্কুলের অর্ধেকের বেশি জমি
- সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যও ভাড়া দেয়া হয়

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার যুগান্তরকে বলেন, বেদখলে থাকা সরকারি স্কুলের জমি ও ভবন উদ্ধারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে (ডিপিই) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা এ ব্যাপারে কাজ করছে। আমরা সরকারি সম্পত্তি অবৈধ ভোগদখল বা জবরদখল হতে দেব না।

ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার (ডিপিইও) দফতরের প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা গেছে, ৪৮ স্কুলের মধ্যে ২৩টির ৬৯১ শতাংশ জমির মধ্যে ৩৭১ শতাংশই বেদখলে আছে। বেদখলে থাকা বাকি স্কুলগুলোর জমির পরিমাণ ও ভবনের সংখ্যার সুনির্দিষ্ট হিসাব সরকারের সংশ্লিষ্টদের কাছে নেই।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, দখল হয়ে যাওয়া জমি ও ভবন উদ্ধারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা রহস্যজনক কারণে অনেকটাই উদাসীন। বিভিন্ন দফতরের মধ্যে শুধু চিঠি চালাচালিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে তাদের তৎপরতা। এ বিষয়টি দেখভাল করছেন ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিইও) শাহিন আরা বেগম। ১৩ ও ১৬ এপ্রিল বিকালে তিনি যুগান্তরের কাছে দাবি করে বলেন, উদ্ধার তৎপরতায় কোনো উদাসীনতা নেই। আমাদের তৎপরতার কারণে বেশ কিছু বেদখলি জায়গা ও ভবন উদ্ধার হয়েছে। ধানমণ্ডিতে আইন কলেজের দখলে থাকা কক্ষ স্কুলের অধীনে এসেছে। গাবতলীতে স্কুল থেকে বিলবোর্ড অপসারণ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে। আগারগাঁও তালতলা প্রাইমারি স্কুলের জমি থেকে মসজিদের অজুখানা সরানো হয়েছে। হাজী মাজহারুল হক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আনসার ক্যাম্প সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে যেসব ভবনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেসব সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্থানীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্কুলের জমিতে ওয়াসার পাম্প বসিয়েছে। এজন্য আমাদের কাছ থেকে কোনো অনুমতি ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

বেদখলে ৪৮ সরকারি প্রাইমারি স্কুলের জমি-ভবন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেয়া বা চাওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, ডিপিইও দাবিকৃত যেসব স্কুলের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, সেগুলো উল্লিখিত ৪৮ স্কুলের তালিকায় নেই।

রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করতে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ৫ সদস্যের উপ-কমিটি গঠন করা হয়। স্কুলগুলোতে সরেজমিন ঘুরে ওই বছরই একাধিক প্রতিবেদন দেয় এই উপ-কমিটি। এসব প্রতিবেদনে অবৈধ দখলদারিত্বের বিস্তারিত চিত্র ফুটে উঠেছে। এই প্রতিবেদন এবং স্থানীয় সূত্রের তথ্য অনুযায়ী সাতটি বিদ্যালয়ের জমিতে রয়েছে ওয়াসার পাম্প। ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি দখল হয়েছে। ১০টি বিদ্যালয়ের জমি স্থানীয় হাইস্কুল এবং ৫টি বিদ্যালয়ের জমি বিভিন্ন কলেজ দখল করেছে। আরও ২০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে কিছু আছে কমিউনিটি সেন্টার, গ্যারেজ, দোকান ও ক্লাবঘর, বস্তি, কাঁচাবাজার ও ঈদগাহ।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, আরমানিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮.০২ শতাংশ জমির মধ্যে ৫.৬ শতাংশ জমি সাবেক প্রধান শিক্ষক নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সরেজমিন পরিদর্শন করা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটির প্রধান আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন যুগান্তরকে বলেন, দখল করা ওই জমিতে ৬তলা বাড়ি তোলা হয়েছে। ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে ওই সাবেক শিক্ষক স্কুলের জমি নিজের নামে নামজারি করে নিয়েছেন। এই জমি উদ্ধারের জন্য আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে মামলা এবং ডিসির মাধ্যমে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশনা দিয়েছি। এছাড়া অন্য জমি উদ্ধারে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে গত ২৯ মার্চের বৈঠক থেকে মন্ত্রণালয়কে বলেছি। আগামী বৈঠকে তাদের তথ্য জানানোর কথা আছে।

জানা গেছে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থেকে প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বলা হয়। পরে মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) এবং ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে (ডিপিইও) দায়িত্ব দেয়া হয়। গত অক্টোবরে স্থায়ী কমিটির এক বৈঠক সামনে রেখে ঢাকার ডিপিইও একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করেন। তাতে দেখা যায়, পুনরুদ্ধার কার্যক্রম কেবল উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরপর গত ৩০ মার্চ একই দফতর থেকে ২৩টি স্কুলের বেদখল জমি-ভবন উদ্ধার বিষয়ে পাঠানো আরেক প্রতিবেদনে মাত্র দুটি স্কুলের ক্ষেত্রে সামান্য অগ্রগতির কথা উল্লেখ আছে।

এদিকে গত বছর ১৮ অক্টোবর সংসদীয় উপ-কমিটি ঢাকার স্কুলের ওপর তাদের দ্বিতীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কমিটির বৈঠকে। উপ-কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু এমপি যুগান্তরকে জানান, আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী স্কুলের জমি পুনরুদ্ধারে কাজ চলছে। বেশ কয়েকটি স্কুল অপদখলমুক্ত হয়েছে। মিরপুর সেনানিবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বেইলী রোডের সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা দূর হয়েছে। সেনানিবাস কর্তৃপক্ষ স্কুলের জন্য আলাদা জমি দেবে। সেখানে আমরা ভবন নির্মাণ করব। সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি দখলমুক্ত করে সেখানে টিনশেড ভবন করে দিয়েছি। অন্য স্কুলের বিষয়ে কাজ চলছে বলে মন্ত্রণালয় বিগত সভায় কমিটিকে জানিয়েছে।

তবে জমি-ভবন উদ্ধার নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা এবং এমপিরা তৃপ্তি প্রকাশ করলেও বাস্তবে উদ্ধার তৎপরতা খুবই মন্থর। ডিপিইও'র তথ্য অনুযায়ী, ৫৪টি স্কুলের মধ্যে হাতেগোনা ৬টি প্রতিষ্ঠানের জমি-ভবন পুনরুদ্ধারের চিত্রই তার প্রমাণ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

গত ১১ এপ্রিল গেণ্ডারিয়ার মহিলা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলের মোট জমির দুই-তৃতীয়াংশই অবৈধ দখলে। সীমান্ত খেলাঘর আসর, সীমান্ত পাঠাগার এবং স্থানীয় মহিলা সমিতি এই অবৈধ দখলদার। সেখানে একটি নতুন ভবন ও স্থায়ী পাকা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। পুরনো টিনশেড ভবন ভাঙার কাজ চলছে। জানা গেছে, এ স্কুলের সামনের গেট বন্ধ করে ৯ বছর আগে চারটি দোকান তৈরি করে ভাড়া দেয়া হয়েছে। মহিলা সমিতি ওই ভাড়ার অর্থ আদায় করছে বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক রিয়াজ পারভেজ। তিনি বলেন, তার স্কুলে এক হাজার ৬৭২ জন শিক্ষার্থী আছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস থাকলেও জায়গার অভাবে ভবন তৈরি করা যাচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারছি না। যারা আছে, তাদেরও ঠিকমতো ক্লাস নিতে পারছি না। তিনি আরও জানান, স্কুলের মোট ৩৭ দশমিক ৭৬ শতাংশ জমির মধ্যে ২৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেদখল আছে। তবে আমরা গোটা জমির খাজনা দিয়ে যাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে ডিপিইও শাহিন আরা বেগম বলেন, আমরা ওই স্কুলে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করব। ভবন নির্মাণ করতে গেলে জমি পুনরুদ্ধার হয়ে যাবে।

বেদখল হওয়া আরেকটি বিদ্যালয়ের নাম চম্পা-পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গত বছরের ১৭ জুলাই এই স্কুলের একাংশ নিজেদের দাবি করে সেটি দখল করে নিয়েছেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। গত ১৩ এপ্রিল এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জানান, এরপর থেকে স্কুলের শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস-পরীক্ষা দিচ্ছে। মাঠের অভাবে বাচ্চাদের পিটি-প্যারেড করানো যাচ্ছে না। তিনি জানান, দখলি জমি নিয়ে মামলা চলছে। মামলায় এক দফা স্কুল রায় পায়। পরে ওরা (দখলদার) আপিল করেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি, ওরা জমির নামজারির চেষ্টা করছে।

পুরান ঢাকার প্যারিদাস রোডে অবস্থিত বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাংশে বসবাস করছে জমিদাতার পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল পাল জানান, একসময় স্থানীয় মানুষের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর জন্য নিজের বাড়িতে জমিদাতা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের পর সেই স্কুল জাতীয়করণ হয়ে যায়। কিন্তু জমিদাতার যাওয়ার কোনো জায়গা না থাকায় তারা এখন স্কুলেই বসবাস করছেন। ডিপিইর একজন কর্মকর্তা জানান, বাস্তব সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে সংসদীয় কমিটি স্কুলটি অন্যত্র সরিয়ে নিতে সুপারিশ করেছে। সে লক্ষ্যে নিকটবর্তী খাস বা অর্পিত সম্পত্তি খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত জমির খোঁজ মেলেনি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, স্কুলের জমি কেবল সরাসরি দখল নয়, সরকারের দখলে থাকা জমি পর্যন্ত প্রভাবশালীদের কারণে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ২০১১ সালে মিরপুর ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার ঢাকা প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (ঢাকা পিটিআই) স্থাপন করতে যায়। কিন্তু স্থানীয় সংসদ সদস্যের কারণে সেখানে তা করা যায়নি। ওই অবস্থায় প্রায় ২ বছর ওই এমপির সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চালানো হয়। ব্যর্থ হয়ে পরে প্রতিষ্ঠানটি রাজধানীর শেরেবাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হচ্ছে।

সংসদীয় কমিটি এবং ঢাকার ডিপিইও'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, আরও যেসব স্কুল বেদখল ও জবর-দখলের কবলে পড়েছে তারমধ্যে অন্যতম ডেমরার ব্রাহ্মণচিরণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর অর্ধেক জমি দখল করে তোলা হয়েছে টিনের ঘর। তা ভাড়া দিয়ে খাচ্ছে দখলদাররা। এ নিয়ে মামলা চলছে। মোহাম্মদপুরের টাউন হল-সংলগ্ন শাহীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৬ শতাংশ জমির মধ্যে ৩১ শতাংশ দখল হয়ে আছে। শেরেবাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯৫ শতাংশ জমির মধ্যে ৩৩ শতাংশ জমি এক ব্যক্তি পূর্বপুরুষের জমি দাবি করে বস্তি বানিয়ে ভাড়া দিয়েছে। কামরাঙ্গীরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাড়ে ১৭ শতাংশ জমিতে স্থানীয় প্রভাবশালী এক ব্যক্তি ও তার দলবল মিলে ভবন তৈরি করছে।

পুরান ঢাকার নাজিরাবাজার প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষ দখল করেছে নাজিরাবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। সুরিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি ভবনের মধ্যে একটি দখল করে নিয়েছে 'রমনা রেলওয়ে' নামের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়। এ স্কুলের ১০৮০ বর্গফুট জমি দখল করে ওয়াসার পাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। ধানমণ্ডি ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাতুয়াইল ২নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুলশানের মেরাদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, মতিঝিলের আইডিয়াল মুসলিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মতিঝিলের মাদারটেক প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুরের শহীদবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমিতে রয়েছে ওয়াসার পাম্প।

কাজী ফরিদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮৫ শতাংশ জমির ১৬৯ শতাংশ জমিতে বস্তিঘর গড়ে উঠেছে। এফকেএম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারতলা ভবনের তিনটি তলাই দখল করে রেখেছে বংশাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও স্থানীয়রা। শহীদ নবী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২ দশমিক ০৩ শতাংশ দখল করে আছে শহীদ নবী উচ্চ বিদ্যালয়। পল্লবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দ্বিতীয় তলা দখল করেছে একটি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। এভাবে ছোটকাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু রক্ষা সমিতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাবতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টিঅ্যান্ডটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খিলগাঁও স্টাফ কোয়ার্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ বাসাবো প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর থানার বরাবো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খিলগাঁও মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি নানাভাবে ব্যক্তি বা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দখল করেছে।

এ ছাড়া মিরপুরের আ. মান্নান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ জমির মধ্যে ২০ শতাংশ এবং মোহাম্মদপুর থানার কামরাঙ্গীচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৬ শতাংশ জমির মধ্যে ৩০ শতাংশ অবাঙালিদের দখলে রয়েছে।

স্কুলই কমিউনিটি সেন্টার : প্রভাবশালীরা কেবল জমি আর ভবনই দখল করেনি, রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে স্কুলগুলো ভাড়া দেয়ার ঘটনাও ঘটছে। দয়াগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আজিমপুর সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়, চৌধুরী বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লালবাগ ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বকশীবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুরিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিদ্দিক বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, সামসাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্কুল বিয়ে, গায়ে হলুদ, সুন্নতে খতনাসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের নামে ভাড়া দেয়া হয়। প্রতি অনুষ্ঠানের জন্য ৩-১০ হাজার টাকা নেয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারি স্কুল এভাবে ভাড়া দেয়ার কোনো বিধান নেই। যেসব স্কুল ভাড়া দেয়া হচ্ছে, সেসবের জন্য সরকারি কোনো পর্যায় থেকে আলাদা কোনো অনুমোদনও নেই। এভাবে অবৈধ ভাড়া দেয়ার অভিযোগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি র‍্যাব দয়াগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিযান চালায়। সেখান থেকে তিনজনকে ধরে তাৎক্ষণিক বিচারে কারাদণ্ড দিয়েছেন র‍্যাব-১০ পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনার পর অবশ্য ওই স্কুলে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না বলে জানা গেছে। কিন্তু বাকি স্কুলগুলোতে যথারীতি অনুষ্ঠান চলছে।

গত ৪ এপ্রিল সরেজমিন বকশীবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানিয়েছেন, এ স্কুল বৃহস্পতি-শুক্রবার রাতে ভাড়া দেয়া হয়। শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠান হলে পরের দিন সকালে শিক্ষার্থীদের অনেক সময় দুর্গন্ধের মধ্যে ক্লাস করতে হয়। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের দিয়েও সেগুলো পরিষ্কার করানো হয়।

এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন শেখ যুগান্তরকে বলেন, স্কুল পরিচালনা কমিটি তাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কুল ভাড়া দিচ্ছে। এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া নেয়। তারা যে টাকা দেয়, তা স্কুলের বিভিন্ন কাজে কমিটি ব্যয় করে। তিনি বলেন, 'আমি বাধা দিয়েছি। কিন্তু কমিটির সদস্যরা এলাকাবাসীর চাপের কথা উল্লেখ করে আমাকে বলেছেন, গরিব মানুষের জন্য তাদের এ ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এভাবে আয়ের ব্যবস্থা না হলে স্কুলের টুকটাক খরচ তারা দিতে পারবেন না। এসব কারণে আমি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি।' তিনি স্বীকার করেন, এ ব্যাপারে সরকারি অনুমতি নেই।

ডিপিই মহাপরিচালক মো. আলমগীর জানান, ঢাকার স্কুল কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের তথ্য তার জানা নেই। এভাবে স্কুল ব্যবহার করা অবৈধ বলে মন্তব্য করেন তিনি।